কোন মন্ত্রণালয় ও বিভাগ কত কোটি টাকা বরাদ্দ পেল

করোনাভাইরাস মহামারীর ভয়াবহ পরিস্থিতিতে এবারের বা অর্থনীতি পুনরুদ্ধারের প্রত্যাশায় আগামী অর্থবছরের জন্য ৫ লাখ ৬৮ হাজার কোটি টাকার বাজেট প্রস্তাব করছেন অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল।

বৃহস্পতিবার বিকাল সোয়া ৩টার দিকে এ বাজেট ঘোষণা করা হয়। এটি দেশের ৪৯তম এবং অর্থমন্ত্রী হিসেবে মুস্তফা কামালের দ্বিতীয় বাজেট উপস্থাপন। আসুন দেখে নিই প্রস্তাবিত বাজেটে কোন মন্ত্রণালয় ও বিভাগ কত কোটি টাকা বরাদ্দ পেয়েছে।

রাষ্ট্রপতির কার্যালয় ২৭ কোটি টাকা, জাতীয় সংসদ ৩৩৫ কোটি টাকা, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় ৩ হাজার ৮৩৯ কোটি টাকা, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, ২৫৮ কোটি টাকা, বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট ২২২ কোটি টাকা, নির্বাচন কমিশন সচিবালয় ১ হাজার ৭১৭ কোটি টাকা, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ৩ হাজার ৩৩০ কোটি টাকা, বাংলাদেশ কর্মকমিশন ১০৪ কোটি টাকা, অর্থবিভাগ ১ লাখ ৫৬ হাজার ৭৮ কোটি টাকা, বাংলাদেশের মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কার্যালয় ২৬৫ কোটি টাকা।

অভ্যন্তরণীণ সম্পদ বিভাগ ৩ হাজার ৯৪ কোটি টাকা, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ ২ হাজার ৩৭৯ কোটি টাকা, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ ৫ হাজার ৮৭৬ কোটি টাকা, পরিকল্পনা বিভাগ ১ হাজার ২৪৮ কোটি টাকা, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ ১৪৮ কোটি টাকা।

পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ ৩৮৩ কোটি টাকা, জননিরাপত্তা বিভাগ ২২ হাজার ৬৫৮ কোটি টাকা, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ ৪০ কোটি টাকা, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় ২৪ হাজার ৯৩৭ কোটি টাকা, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ ৩৩ হাজার ১১৮ কোটি টাকা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় ১৭ হাজার ৯৪৬ কোটি টাকা, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ ২২ হাজার ৮৮৩ কোটি টাকা, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ ১ হাজার ৪১৫ কোটি টাকা, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় ৭ হাজার ৯১৯ কোটি টাকা।

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় ৩ হাজার ৮৬০, শ্রম ও কর্মসংস্থান

মন্ত্রণালয় ৩৫০, গৃহায়ন ও গণপূর্ত ৬৯৩৬,তথ্য মন্ত্রণালয় ১০৩৯, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় ৫৭৯ কোটি টাকা, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ১৬৯৩ কোটি টাকা,, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় ১৪৭৪ কোটি টাকা,, স্থানীয় সরকার বিভাগ ৩৬ হাজার ১০৩ কোটি টাকা, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ ২২৩৫, শিল্প মন্ত্রণালয় ১৬১৪, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় ৬৪২ কোটি টাকা, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় ৭১৪।

জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ ১৯০৫, কৃষিমন্ত্রণালয় ১৫ হাজার ৪৪২ কোটি টাকা, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় ৩ হাজার ১৯৩, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় ১ হাজার ২৪৬ কোটি টাকা, ভূমি মন্ত্রণালয় ২০১৪ কোটি টাকা, পানিসম্পদ মন্ত্রণালয় ৮০৮৯ কোটি টাকা, খাদ্য মন্ত্রণালয় ৬০৪৮ কোটি টাকা, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রান মন্ত্রণালয় ৯৮৩৬ কোটি টাকা, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ ২৯ হাজার ৪৪২ কোটি টাকা, রেলপথ মন্ত্রণালয় ১৬ হাজার ৩৩৮ কোটি টাকা।

নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় ৪ হাজার কোটি টাকা, বেসামরিক বিমান ও পরিবহন মন্ত্রণালয় ৩ ৬৮৮ কোটি টাকা, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ ৩ হাজার ১৪০ কোটি টাকা, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ১২৩৫ কোটি টাকা, বিদ্যুত বিভাগ ২৮ হাজার ৮৫৩ কোটি টাকা, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় ৪ হাজার ৫০৫ কোটি টাকা, দুর্নীতি দমন কমিশন ১৫০ কোটি টাকা,সেতু বিভাগ ৭ হাজার ৯৭৯ কোটি টাকা, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ ৮ হাজার ৩৪৫ কোটি টাকা, সুরক্ষা সেবা বিভাগ ৩ হাজার ৮৫৮ কোটি টাকা,স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ ৬ হাজার ৩৬২ কোটি টাকা। সর্বমোট ৫ লাখ ৬৮ হাজার কোটি টাকা। সূত্র-যুগান্তর

সিগারেটের দাম আরও বাড়ছে

২০২০-২১ অর্থবছরে প্রস্তাবিত বাজেটে সিগারেটের ও তামাকজাত পণ্যের দাম বৃদ্ধি করা হয়েছে। তামাকজাত পণ্যের ব্যবহার কমানো এবং রাজস্ব আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে এ প্রস্তাবনা করা হয়।

বৃহস্পতিবার বিকাল সোয়া৩টা থেকে জাতীয় সংসদে নতুন অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেট পেশ শুরু করেন অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল। অর্থমন্ত্রী হিসেবে এটি তার দ্বিতীয় বাজেট।

নতুন প্রস্তাবিত বাজেটে বলা হয়, সিগারেটের নিম্নস্তরের দশ শলাকার দাম ৩৯ টাকা ও তদুর্ধ্ব এবং সম্পূরক শুল্ক ৫৭ শতাংশ ধার্যের প্রস্তাব করছি। এছাড়া, মধ্যম স্তরের দশ শলাকার দাম ৬৩ টাকা ও তদুর্ধ্ব, উচ্চ স্তরের দশ শলাকার দাম ৯৭ টাকা ও তদুর্ধ্ব, অতি-উচ্চ স্তরের দশ শলাকার দাম ১২৮ টাকা ও তদুর্ধ্ব এবং এই তিনটি স্তরের সম্পূরক শুল্ক ৬৫ শতাংশ নির্ধারণ করার প্রস্তাব করছি।

আরও বলা হয়, যন্ত্রের সাহায্য ব্যতীত হাতে তৈরি ফিল্টার বিহীন বিড়ির পঁচিশ শলাকার দাম ১৪ টাকা থেকে বৃদ্ধি করে ১৮ টাকা, বারো শলাকার দাম ৬.৭২ টাকা হতে বৃদ্ধি করে ৯ টাকা ও আট শলাকার দাম ৪.৪৮ টাকা থেকে বৃদ্ধি করে ৬ টাকা এবং সম্পূরক শুল্ক ৩০ শতাংশ অব্যাহত রাখার প্রস্তাব করছি। ফিল্টার সংযুক্ত বিড়ির বিশ শলাকার দাম ১৭ টাকা থেকে বৃদ্ধি করে ১৯ টাকা ও দশ শলাকার দাম ৮.৫০ টাকা থেকে বৃদ্ধি করে ১০ টাকা এবং সম্পূরক শুল্ক ৪০ শতাংশ অব্যাহত রাখার প্রস্তাব করছি।

পাশাপাশি বলা হয়, প্রতি দশ গ্রাম জর্দার দাম ৪০ টাকা ও সম্পূরক শুল্ক ৫৫ শতাংশ এবং প্রতি দশ গ্রাম গুলের দাম ২০ টাকা ও সম্পূরক শুল্ক ৫৫ শতাংশ নির্ধারণ করার প্রস্তাব করছি। সূত্র-যুগান্তর

স্বাস্থ্যখাতে বরাদ্দ ৪১ হাজার ২৭ কোটি টাকা

কোভিড-১৯ মহামারির মধ্যেই ২০২০-২১ অর্থবছরের জন্য মোট ৪১ হাজার ২৭ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করেছেন অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল। আজ বৃহস্পতিবার বিকেলে এ বাজেট পেশ করেন তিনি।

বাজেট বক্তব্যে অর্থমন্ত্রী বলেন, আগামী ২০২০-২১ অর্থবছরের জন্য স্বাস্থ্যসেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের

জন্য মোট ২৯ হাজার ২৪৭ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি, যা ২০১৯-২০ অর্থবছরে ছিল ২৫ হাজার ৭৩২ কোটি টাকা। কোভিড-১৯ সংক্রমণ মোকাবিলায় গৃহিত কার্যক্রম অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিবেচনায় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ খাতের জন্য এ বাজেট প্রস্তাব করা হয়েছে।

তিনি আরও বলেন, এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ সংক্রান্ত কার্যক্রম ১৩ টি মন্ত্রণালয় ও বিভাগ বাস্তবায়ন করছে। আগামী অর্থবছরে স্বাস্থ্যখাতে মোট ৪১ হাজার ২৭ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে, যা মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) ১ দশমিক ৩ শতাংশ এবং মোট বাজেট বরাদ্দের ৭ দশমিক ২ শতাংশ। সূত্র-যুগান্তর

যেসব পণ্যের দাম কমবে

মহামারী করোনার সঙ্কটকালে ২০২০-২০২১ অর্থবছরের জন্য ৫ লাখ ৬৮ হাজার কোটি টাকার বাজেট ঘোষণা করেছেন অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল। প্রস্তাবিত বাজেটে বেশ কিছু পণ্য ও সেবায় কর আরোপ কম করায় কিছু পণ্য এবং সেবার দাম কমছে।

বৃহস্পতিবার বিকাল সাড়ে ৩টায় জাতীয় সংসদে উত্থাপিত বাজেটে বেশ কিছু পণ্য ও সেবার ওপর শুল্ক কমানোর প্রস্তাব দেন অর্থমন্ত্রী।

যেসব পণ্যের দাম কমবে- মাস্ক, হ্যান্ড গ্লাভস, পিপিই, ওষুধ, আইসিইউ যন্ত্রপাতি, ফেস শিল্ডসহ বিভিন্ন স্বাস্থ্য সুরক্ষা সামগ্রী, চার্জার কানেকটর পিন, পোল্ট্রি, ডেইরি ও মৎস্য শিল্পে ব্যবহৃত তিনটি উপকরণ, ক্যান্সার প্রতিরোধক ওষুধ উৎপাদনে ব্যবহৃত ৪৩টি উপকরণের দাম, নাইট্রোজেন, অক্সিজেন, কার্বন ডাই অক্সাইড, লিফট প্রস্তুতকারী শিল্পে ব্যবহৃত আমদানি করা সব উপকরণ, অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থাপন ব্যবহৃত বিভিন্ন উপকরণ, কমপ্রেসার প্রস্তুতকারী শিল্পে ব্যবহৃত আমদানি করা সব উপকরণ, জুতা শিল্পের বিভিন্ন উপকরণ, পাউরুটি, বিস্কুট ও কেক এবং স্থানীয় পর্যায়ে উৎপাদিত কৃষি যন্ত্রপাতি।এছাড়া ইস্পাত শিল্পের রিফ্রাক্টরি সিমেন্টের ওপর শুল্ক কমানো হবে। দাম কমতে পারে এলপিজি

সিলিন্ডারেরও।

চাল, আটা, আলু, পেঁয়াজ-রসুন স্থানীয় পর্যায়ে সরবরাহের ক্ষেত্রে ৫ শতাংশ হারে উৎসে কর আদায় করা হতো। এটি কমিয়ে ভিত্তিমূল্যের ২ শতাংশ করা হয়েছে। এতে নিত্যপ্রয়োজনীয় এসব পণ্যের দাম কমতে পারে।

সরিষার তেল: স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত সরিষার তেলের ওপর ভ্যাট অব্যাহতি দেয়া হয়েছে। তাই পণ্যটির দাম কমতে পারে।

কৃষি যন্ত্রপাতি: কৃষি যন্ত্রপাতি যেমন পাওয়ার রিপার, পাওয়ার টিলার অপারেটেড সিডার, কম্বাইন্ড হার্ভেস্টার, রোটারি টিলারের ওপর ব্যবসায়ী পর্যায়ে ভ্যাট অব্যাহতি দেয়া হয়েছে। এতে কৃষি যন্ত্রপাতির দাম কমবে।

সোলার ব্যাটারি: ইডকলের পার্টনার অর্গানাইজেশন থেকে সোলার ব্যাটারি (৬০এএমপি) কেনার ক্ষেত্রে উৎপাদন পর্যায়ে ভ্যাট অব্যাহতি দেয়া হয়েছে। এতে সোলার ব্যাটারির দাম কমতে পারে।

চিপস: দেশে উৎপাদিত আলুর পটেটো ফ্লেক্স তৈরির ওপর ভ্যাট ১৫ শতাংশ থেকে হ্রাস করে ৫ শতাংশ করা হয়েছে। এতে চিপসের দাম কমতে পারে।

পিপিই: দেশে উৎপাদিত পারসোনাল প্রোটেক্টিভ ইক্যুইপমেন্ট (পিপিই) উৎপাদন ও ব্যবসায়ী পর্যায়ে ভ্যাট অব্যাহতি দেয়া হয়েছে। এতে দাম কমতে পারে।

সার্জিক্যাল মাস্ক: স্বাস্থ্যকর্মীদের সুরক্ষায় দেশে উৎপাদিত সার্জিক্যাল মাস্ক (ফেস মাস্কসহ) উৎপাদন ও ব্যবসায়ী পর্যায়ে ভ্যাট অব্যাহতি দেয়া হয়েছে। এতে দাম কমতে পারে।

করোনা টেস্ট কিট: করোনাভাইরাস শনাক্তকরণ ও প্রতিরোধের লক্ষ্যে কোভিড-১৯ টেস্ট কিটের আমদানি, উৎপাদন ও ব্যবসায়ী পর্যায়ে ভ্যাট অব্যাহতি দেয়া হয়েছে। এতে টেস্ট কিটের দাম কমতে পারে।

দেশীয় সুতা: প্রতি কেজি সুতার সুনির্দিষ্ট কর ৪ টাকা থেকে কমিয়ে ৩ টাকা করা হয়েছে। এতে সুতার দাম কমতে পারে।

রড: রড তৈরির মূল উপাদান স্ক্র্যাপ সরবরাহের ওপর ৫ শতাংশ উৎসে কর ছিল। এটি কমিয়ে ভিত্তিমূল্যের দশমিক ৫০ নির্ধারণ করা হয়েছে। এতে দাম কমতে পারে।

চিনি: চিনির আমদানি পর্যায়ে ৫ শতাংশ অগ্রিম আয়কর ছিল। এটি কমিয়ে ২ শতাংশ করা হয়েছে। এতে বাজারে চিনির দাম কমতে পারে। একইভাবে রসুন আমদানিতেও অগ্রিম কর কমানোয় এই নিত্যপণ্যটির দাম কমতে পারে।

ব্রয়লার মুরগি: পোল্টি শিল্পের বিকাশে অগ্রিম আয়কর ৫ শতাংশ থেকে কমিয়ে ২ শতাংশ করা হয়েছে। এতে ব্রয়লার মুরগির দাম কমতে পারে।

হাঁস-মুরগি: হাস-মুরগির খাদ্য উৎপাদনের কাঁচামাল আমদানি পর্যায়ে অগ্রিম আয়কর ৫ শতাংশ ছিল। এটি কমিয়ে ২ শতাংশ করা হয়েছে। এর প্রভাবে বাজারে হাঁস-মুরগির দাম কমতে পারে।

ডিটারজেন্ট: এ শিল্পের অন্যতম কাঁচামালের (লিনিয়ার এলকাইল বেঞ্জিন সালফোনিক এসিড) শুল্ক হ্রাস করা হয়েছে। এতে আগামীতে ডিটারজেন্টের দাম কমতে পারে।

জুতা: জুতা উৎপাদনে ব্যবহৃত কয়েকটি কাঁচামালের আমদানির শুল্ক ২৫ শতাংশ থেকে কমিয়ে ১৫ শতাংশ করা হয়েছে। এতে দেশের বাজারে জুতার দাম কমতে পারে।

এছাড়া স্বর্ণের আমদানি শুল্ক কমিয়ে দেয়া হয়েছে। ফলে স্বর্ণের দামও কমছে। একই কারণে দাম কমছে তুলা বীজ, পাম নাটস, রেফ্রিজারেটর শিল্পের স্টিল প্লেটের। এছাড়াও লাইটিং অ্যারেস্টারেরও (বজ্রপাত থেকে প্রতিরক্ষাকারী পণ্য) দামও কমতে পারে। কারণ এই পণ্যটি আমদানিও ওপর শুল্ক অর্ধেকে নামিয়ে আনার প্রস্তাব করেছেন অর্থমন্ত্রী। সূত্র-যুগান্তর

যেসব পণ্যের দাম বাড়বে

২০২০-২১ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেট মন্ত্রিসভা অনুমোদন দিয়েছে। বৃহস্পতিবার জাতীয় সংসদ ভবনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে মন্ত্রিসভার বিশেষ বৈঠকে নতুন অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেট অনুমোদন দেয়।

মন্ত্রিসভার বৈঠকে অনুমোদনের পর বৃহস্পতিবার বিকাল ৩টায় জাতীয়

সংসদে অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল ২০২০-২১ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেট উপস্থাপন করেন।

এটি দেশের ৪৯তম ও বর্তমান সরকারের তৃতীয় মেয়াদের দ্বিতীয় বাজেট। আর অর্থমন্ত্রী হিসেবে আ হ ম মুস্তফা কামালেরও এটি দ্বিতীয় বাজেট।

প্রস্তাবিত বাজেটে কিছু পণ্যের শুল্ক বাড়ানোর প্রস্তাব করায় কিছু পণ্যের দাম বাড়তে পারে…

হাতে তৈরি খাবার, গুঁড়া দুধ, রং, অনলাইন খাবার, অনলাইন কেনাকাটা, সোডিয়াম সালফেড, আয়রন স্টিল, স্ক্রু, বার্নিস বাইসাইকেল, কম্প্রেসার শিল্পে ব্যবহৃত উপকরণ, বিদেশি মোটরসাইকেল বডি স্প্রে, স্মার্টফোন, ফলের জুস, বোতলজাত পানি, আমদানি করা এলকোহল, কোমল পানীয় পলিথিন ব্যাগের দাম প্রস্তাবিত বাজেটে বাড়তে পারে।

আরও যেসব পণ্যের দাম বাড়তে পারে – এয়ারকন্ডিশনার, প্রসাধনী সামগ্রী, মোবাইল ফোন সেবা খরচ, ইন্টারনেট সেবা, বিড়ি ও সিগারেট, আলোকসজ্জা সামগ্রী, গাড়ি রেজিস্ট্রেশন খরচ, গাড়ি, শ্যাম্পু, চকলেট, বিদেশি টিভি।

তবে বাজেটে বলা হয়েছে, বাজেটকে ঘিরে নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের দাম বাড়তে পারে এমন কোনো উপকরণ বাজেটে রাখা হয়নি। সূত্র-যুগান্তর

জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে নাসিম

কোভিড-১৯ আক্রান্ত হওয়ার পর ব্রেন স্ট্রোক করা সাবেক স্বাস্থ্যমন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম জীবন মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে।গত এক সপ্তাহ ধরে তার শারীরিক অবস্থার কোনো উন্নতি হয়নি।ডিপ কোমায় থাকা নাসিমকে হাসপাতালের নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্রে ভেন্টিলেটর সাপোর্ট দিয়ে রাখা হয়েছে।তার সেরে উঠা নিয়ে যথেষ্ট সংশয়ে রয়েছেন ডাক্তাররা।

তিন তিনটি নমুনা পরীক্ষায় নাসিমের দেহে করোনার জীবানু ধরা

মোহাম্মদ নাসিম বর্তমান সরকারের খাদ্য মন্ত্রণালয়–সম্পর্কিত সংসদীয় কমিটির সভাপতি। তিনি আওয়ামী লীগের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য। এ ছাড়া আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন ১৪ দলের মুখপাত্রও তিনি।

২০১৪ সালের নির্বাচনের পর আওয়ামী লীগ সরকারের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পান মোহাম্মদ নাসিম। এর আগে ১৯৯৬-২০০১ সালের আওয়ামী লীগ সরকারের সময় একাধিক মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পালন করেন তিনি। সূত্র-যুগান্তর

করোনায় ২৪ ঘণ্টায় দেশে মৃত্যু ৩৭, আক্রান্ত ৩১৮৭

করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ৩৭ জনের মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে দেশে সর্বমোট এক হাজার ৪৯ জন মারা গেলেন।

বৃহস্পতিবার বিকালে অনলাইন ব্রিফিংয়ে স্বাস্থ্য অধিদফতর এমন তথ্য দিয়েছে।

অধিদফতরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক অধ্যাপক ডা. নাসিমা সুলতানা বলেন, গত একদিনে দেশে নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন তিন হাজার ১৮৭ জন।

দেশে ২৪ ঘণ্টায় করোনায় আরও ৩৭ জনের মৃত্যু, শনাক্ত ৩১৯০ জন

করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে দেশে গত ২৪ ঘণ্টায় আরও ৩৭ জনের মৃত্যু হয়েছে। এই সময়ে ৩ হাজার ১৯০ জন শনাক্ত হয়েছেন বলে জানিয়েছে স্বাস্থ্য অধিদফতর।

দেশে একদিনে আক্রান্তের সংখ্যার হিসাবে এটি সর্বোচ্চ।

এ নিয়ে দেশে মোট কোভিড-১৯ রোগী শনাক্ত হলেন ৭৪ হাজার ৮৬৫ জন এবং মারা গেলেন ১ হাজার ১২ জন।

গত ২৪ ঘণ্টায় সুস্থ হয়েছেন ৫৬৩ জন এবং মোট সুস্থ হয়েছেন ১৫ হাজার ৮৯৯ জন।

বুধবার স্বাস্থ্য অধিদফতরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক নাসিমা সুলতানা নিয়মিত ব্রিফিংয়ে জানান, গত ২৪ ঘণ্টায় ১৬ হাজার ৯৯৪টি নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। এর মধ্যে ১৫ হাজার ৯৬৫টি নমুনা পরীক্ষা করে পরীক্ষা করে ৩ হাজার ১৯০ জনের দেহে করোনা শনাক্ত হয়েছে। মোট আক্রান্ত ৭৪ হাজার ৮৬৫ জন।

তিনি জানান, গত ২৪ ঘণ্টায় মারা গেছেন ৩৭ জন। এর মধ্যে পুরুষ ৩৩ জন ও নারী ৪ জন। এ নিয়ে মোট মারা গেলেন ১ হাজার ১২ জন।

গত ২৪ ঘণ্টায় সুস্থ হয়েছেন ৫৬৩ জন এবং মোট সুস্থ হয়েছেন ১৫ হাজার ৮৯৯ জন।

শনাক্তের তুলনায় সুস্থতার হার ২১ দশমিক ২৪ শতাংশ এবং মৃত্যুর হার ১ দশমিক ৩৫ শতাংশ।

ডা. নাসিমা জানান, বয়স বিশ্লেষণে ১১-২০ বছরের মধ্যে একজন, ৩১-৪০ বছরের মধ্যে ৩ জন, ৪১-৪০ বছরের মধ্যে ৫ জন, ৫১-৬০ বছরের মধ্যে ১০ জন, ৬১-৭০ বছরের মধ্যে ১০ জন, ৭১-৮০ বছরের মধ্যে ৭ জন এবং ৮১-৯০ বছরের মধ্যে একজন মারা গেছেন।

তিনি আরও জানান, বিভাগভিত্তিক বিশ্লেষণে দেখা গেছে, ঢাকা বিভাগে ২৫ জন, চট্টগ্রামে ৭ জন, সিলেটে একজন, রাজশাহীতে একজন, বরিশালে ২ জন ও ময়মনসিংহে একজন মৃত্যুবরণ করেছেন। এর মধ্যে হাসপাতালে মারা গেছেন ২৫ ও বাসায় ১২ জন মারা গেছেন।

প্রসঙ্গত গত বছরের ৩১ ডিসেম্বর চীনের হুবেই প্রদেশের উহান শহর থেকে প্রথম করোনাভাইরাস শনাক্ত হয়। দেশে প্রথম কোভিড-১৯ রোগীশনাক্ত হন ৮ মার্চ এবং এ রোগে আক্রান্ত প্রথম রোগীর মৃত্যু হয় ১৮ মার্চ।

২৫ মার্চ প্রথমবারের মতো রোগতত্ত্ব, রোগনিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট (আইইডিসিআর) জানায়, বাংলাদেশে সীমিত পরিসরে কমিউনিটি

ট্রান্সমিশন বা সামাজিকভাবে করোনাভাইরাসের সংক্রমণ হচ্ছে।

প্রধানমন্ত্রী অনেক সাহসী সিদ্ধান্ত নিয়েছেন: হানিফ

প্রধানমন্ত্রী জনগণের জীবন ও জীবিকার কথা মাথায় রেখে অনেক সাহসী সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। আজকে গার্মেন্ট কারখানাগুলো চালু হওয়ার পর অনেকেই চিন্তা করেছেন এতে হয়তো সংক্রমণ আরও বাড়বে। কিন্তু আমরা মনে করি অনেক প্রজ্ঞা ও দূরদর্শী সিদ্ধান্ত নিয়েছেন শেখ হাসিনা।

মঙ্গলবার দুপুরে আওয়ামী লীগের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিষয়ক উপ-কমিটির আয়োজনে কোভিড-১৯ বিষয়ক স্বেচ্ছাসেবী প্রশিক্ষণ কর্মশালার ভার্চুয়াল অনুষ্ঠানে এ কথা বলেছেন আওয়ামী লীগের যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক মাহবুব-উল আলম হানিফ।

বাংলাদেশের মানুষের খাদ্য ও চিকিৎসায় যেন কোনো ঘাটতি না থাকে সে জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রতিমুহূর্ত মনিটরিং করছেন জানিয়ে তিনি বলেন, এই দুর্যোগ মেকাবেলা করতে শুরু থেকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রতিটি মুহূর্ত মনিটরিং করেছেন। প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিয়েছেন যাতে দুর্যোগকে মোকাবেলা করতে পারি। মানুষ যাতে খাদ্য ও চিকিৎসায় কষ্ট না পায় সে জন্য সার্বক্ষণিক নির্দেশনা দিয়ে যাচ্ছেন।

করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাব শুরু হওয়ার পর থেকে সরকার ও চিকিৎসকদের নির্দেশ মেনে চললে সংক্রমণ আরও কম হতো দাবি করে হানিফ বলেন, বিশ্বের মানুষের কাছে চ্যালেঞ্জ হচ্ছে এই ভাইরাস থেকে কীভাবে মানুষ মুক্তি পাবে। উন্নত বিশ্বের মতো আমরাও বড় একটি দুর্যোগের মধ্যে দিয়ে অতিবাহিত করছি। ইতিমধ্যে শেখ হাসিনার সরকার অনেকগুলো পদক্ষেপ শুরু থেকে নিয়েছেন। দিন দিন সংক্রমণ বাড়ছে, তবে সরকার ও চিকিৎসকদের নির্দেশ মেনে চললে এত সংক্রমণ হতো না।

সেফটিকে অগ্রাধিকার দিলে সংক্রমণ হওয়ার সুযোগ নেই জানিয়ে তিনি

বলেন, আমরা যদি সেফটিকে অগ্রাধিকার দেই তাহলে সংক্রমণ হওয়ার সুযোগ নেই। এটি কঠিন কাজ নয়। মাস্ক, হ্যান্ড গ্লাভস ব্যবহার করা। এবং নাকে-মুখে যতটা সম্ভব হাত না দেয়া, হাত ধোয়া এবং সামাজিক দূরত্ব যদি রাখতে পারি তাহলে আমরা করোনার এই ট্রান্সমিশন বন্ধ রাখতে পারি।

দেশবাসীর উদ্দেশে হানিফ বলেন, করোনাভাইরাস যেটি মহামারী আকারে পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছে সে জন্য আমরা সচেতন হই। শেখ হাসিনার ওপর আস্থা রাখুন। উনি দায়িত্ব নেয়ার পর সব সেক্টরে এগিয়ে গেছি। তিনি এই দুর্যোগ মোকাবেলা করে উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে সফল হবেন।

আওয়ামী লীগের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিষয়ক উপ-কমিটির চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. হোসেন মনসুরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন কমিটির সদস্য সচিব ও দলের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিষয়ক সম্পাদক ইঞ্জিনিয়ার মো. আবদুস সবুর।

সারা দেশেই প্রশিক্ষণ কর্মশালা করা হবে জানিয়ে আবদুস সবুর বলেন, অনলাইনে করোনাবিষয়ক স্বেচ্ছাসেবী প্রশিক্ষণ কর্মশালা দেশের প্রত্যেক জেলা-উপজেলা পর্যায়ে করা হবে। আমরা প্রথমে বিভাগভিত্তিক করব, পর্যায়ক্রমে জেলা-উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে শুরু করব। সূত্র-যুগান্তর

অতিরিক্ত ভাড়া নিলেই বাসের রেজিস্ট্রেশন-রুট পারমিট বাতিল

করোনাভাইরাস সংক্রমণ পরিস্থিতির মধ্যে স্বাস্থ্যবিধি না মানা এবং অতিরিক্ত ভাড়া আদায় করলে বাসের রেজিস্ট্রেশন ও রুট পারমিট বাতিলের নির্দেশ দিয়েছে সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়।

মঙ্গলবার সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ থেকে এ নির্দেশনা দিয়ে বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষের (বিআরটিএ) চেয়ারম্যানকে চিঠি পাঠানো হয়।